جملة حالِيَّة অবস্থাগত/বিশদ বাক্য [Circumstantial Sentence]

حال শব্দটি অর্থ " অবস্থা বা পরিস্থিতি"। একটি **جملة حَالِيَّةٌ** কোনো একটি কাজ অনুষ্ঠিত হবার সময়কার অবস্থা বা পরিস্থিতি বর্ণনা করে থাকে এবং প্রায়শই অনুবাদ করা হয়ে থাকে "অবস্থায়/যখন" (ইংরেজীতে While) শব্দ প্রকাশ্য অথবা উহ্যভাবে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে। যেমন: সে বসা অবস্থায় খাচ্ছিল [She ate while she was sitting] । এই অবস্থা/পরিস্থিতি বর্ণিত হতে পারে ইসম ফাইল বা ইসম মাফউল বা জুমলাহ্ ইসমিয়াহ বা ফি'ল মুদারেয় দ্বারা। ফি'ল মাদী দ্বারা হাল বর্ণনা করা যায় না।

হাল সবসময় **منصوب** অথবা **في محل منصوب**। অনেকভাবে হাল কে দেখানো হয়ে থাকে। সে বসা অবস্থায় খাচ্ছিল [She ate while she was sitting] বাক্যটির কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

১) **نصب** স্ট্যাটাসে **اسم فاعل** অথবা **اسم مفعول**	أَكَلَتْ جالِسَةً
২) **جملة اسمية** একটি (**واو حالية**) দ্বারা সংযুক্ত وَ	أَكَلَتْ وَ هِيَ تَجْلِسُ
৩) **فعل مضارع**	أَكَلَتْ تَجْلِسُ

কুরআন থেকে কিছু উদহারণ দেখা যাক:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ২৭:১৯ সুতরাং তিনি তার কথায় বিস্মিত হয়ে মুচকি হাসলেন

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ১২:১৬ আর তারা তাদের পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এলো রাত্রিবেলায়।

ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ৪:৬২ তখন তারা তোমার কাছে আসবে আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে -- "আমরা কিন্তু চেয়েছি কল্যাণ ও সদ্ভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়।

١٦ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمۡ عِشَآءٗ يَبۡكُونَ ۞

● **وجاءوا** : الواو استئنافية . جاءوا : فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة . الواو ضمير متصل في رفع فاعل والألف فارقة .

● **أباهم عشاء** : مفعول منصوب بألف لأنه من الأسماء الخمسة و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالأضافة . عشاء : ظرف زمان منصوب بالفتحة .

● **يبكون** : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة في محل نصب حال . أي جاءوا أباهم عشية باكين . و «عشاء» متعلق بجاءوا .

হাল সংক্রান্ত জরুরী কিছু বিষয়:

- এটি হতে পারে একটি একক শব্দ বা একটি বাক্য।
- যদি এটি একটি শব্দ হয় তবে এটি হতে হবে **اسم فاعل** অথবা **اسم مفعول** অথবা **اسم صفة مشبة بالفعل** (অর্থাৎ كَرِيم) এবং এটি হতে হবে নাকিরা এবং মানসুব (নসব)।
- কোন ব্যক্তি বা কোনো কিছু থাকতে হবে যার প্রেক্ষিতে হাল ব্যাখ্যা প্রদান করছে যাকে বলা হয় "হালে সাহাবী" **صاحب الحال**
- **صاحب الحال** কে হতে হবে মারিফা বা প্রপার।

Examples:

Meaning of 'as'

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

And We have not sent you, [O Muhammad], over them as a manager. 17:54

Meaning of 'ing'

ولَا تَعْثَوا فِي الأرضِ مُفْسِدِينَ

You all do not spread around the earth corrupting.

ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

Then they come to you swearing by Allah 4:162

Meaning of 'while'

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

And he entered his garden while he was unjust to himself. 18:35

Tamyeez – **تمييز**

Analogous to a unit in English e.g. 10 cm, 5 km

أنا أكثرُ منك مالًا – I have more money than you

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا– He is best in reward and best in outcome18:44

To distinguish between the two, here's a quick short cut: tamyeez will not be ism faa'il, maf'ool, etc.

ইরাব সহ উদহারণ:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ৩: ৩৯ ফিরিশ্‌তারা তাঁকে ডেকে বললে আর তিনি তখন উপাসনাস্থলে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন --

فَ: استئنافية نادَتْ: فعل ماض هُ: ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم. الْمَلَائِكَةُ: فاعل مؤجر. وَ هُوَ قائِمٌ: في محل نصب حال من الهاء في "نادته" . وَ: حالية . هُوَ: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ . قَائِمٌ : خبر مرفوع بالضمة.

يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ: جملة فعلية في محل نصب حال من الهاء في "نادته"أَوْ ~~حال لِ"قائم"~~ أَوْ في محل رفع صفة لِ"قائم"

يُصَلِّي: فعل مضارع فاعله هو. فِي الْمِحْرَابِ: جار و مجرور متعلق بالفعل

অনুশীলন: নিচের আয়াতগুলোতে حال এর নীচে দাগ দিন:

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ১৯:১৮ তারপর তিনি তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁর লোকদের কাছে তাঁকে চড়িয়ে।

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ১৮:৩৫ আর সে তার বাগানে ঢুকল অথচ সে তার নিজের প্রতি অন্যায় করছিল।

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ১৮:৩৭ তার সঙ্গী তাকে বললে যখন সে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করছিল --

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾ ১৭:১৯ আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ৭:১৮ তিনি বললেন -- "বেরোও এখান থেকে, বেহায়া, বিতাড়িত!

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ৬৮:২৩ তখন তারা বেরিয়ে পড়ল, আর তারা ফিসফিস করতে থাকল -

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ২১:১৬ আর আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে-সমস্ত আমরা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ৬৮:১৯ ফলে তোমার প্রভুর কাছ থেকে এক দুর্বিপাক এর উপরে আপতিত হয়েছিল যখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

৩.১.১ হাল এবং সিফা

সূরা আত ত্বরিক এর ৫ থেকে ৭ নং আয়াত:

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿5﴾ **خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ** ﴿6﴾

০৫.সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক তাকে কী (জিনিস) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

০৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি (তরল বীর্য) থেকে।

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿7﴾

০৭. এটি (পানি) নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বুকের হাড়ের মাঝ থেকে / সে (মানুষ) বের হয়ে আসে মেরুদন্ড ও বুকের হাড়ের মাঝ থেকে।

উপরের আয়াতগুলোতে **يَّخْرُجُ** হতে পারে **مَّآءٍ** এর সিফা অথবা **خُلِقَ** এর মধ্যকার সর্বনাম ৭এর হাল। উক্ত দুই অবস্থায় (হুয়া) নং আয়াতের অনুবাদ হবে দুই রকম।

হাল এর অবশ্যই একটি সাহাবী রয়েছে যা হবে মারেফা বা প্রপার বা নির্দিষ্ট, সিফা'র জন্য মাউসুফকে মারেফা হতেই হবে তা শর্ত নয়।

যৌগিক মাওসুফ-সিফা তে নাকিরা মাউসুফ একটি জুমলা ফি'লীয়াহকে সিফা হিসেবে নিতে পারে ইসম মাউসুল এর ব্যবহার ছাড়াই।